৮৬৮

সংস্কৃতির বয়ান : দ্বিধান্বিত সত্য নির্মাণ?

সাঈদ ফেরদৌস*

১. প্রেক্ষিত সূত্র

ঔপনিবেশিকতার সাথে নৃবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানীর সখ্যতাকে ঘিরে একটা সময় জ্ঞানের জগতে প্রচণ্ড তোলপাড় ঘটে গেছে; তাত্ত্বিক এবং পদ্ধতিগত দিক থেকে সময়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বীপ্রায় নৃবিজ্ঞানীকেও এ সংক্রান্ত অভিযোগের কাঠগড়ায় আসামী হতে হয়েছে। ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় আজ ঔপনিবেশিকতার দৃশ্যমানতা এবং রণকৌশল একেবারেই ভিন্ন–স্বমূর্তিতে, স্বনামে আজ তার অস্তিত্ব নেই বিশ্বজুড়ে। কিন্তু তাই বলে কি নৃবিজ্ঞান মুক্তি পেয়েছে বিশ্ব আর্থ-রাজনৈতিক অঙ্গনের আগ্রাসী শক্তির সাথে তার সখ্যতার অভিযোগ থেকে? প্রয়োগ পর্যায়ে আজকের নৃবিজ্ঞানীকেও কি রাজনীতি নিরপেক্ষ অবস্থান হতে দেখার অবকাশ আছে? এতো নিছক সংকটের একটি দিক।

অন্যদিকে জ্ঞানের বিকাশ এবং বিশেষায়নের সাথে সাথে 'সত্য' বা 'সঠিক' বা 'সাধারণ' বলে কিছুই তেমন আজ আর থাকছেনা তত্ত্বে এবং পদ্ধতিতে। যাকে একসময় মনে করা হতো নৃবিজ্ঞানের অভিনবত্ব, সেই অংশগ্রহণকারী নিরীক্ষণ আজ আর বিতর্কের উর্দ্ধে নেই। প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে দর্শনের দৃষ্টিকোণ হতে, প্রশ্ন ছুঁড়ে

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

দেয়া হয়েছে নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে। মনেই করা হচ্ছেনা যে, আদতেই নৃবিজ্ঞানীর পক্ষে গবেষণা জনগোষ্ঠীর সাথে ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত (সমষ্টি/গোষ্ঠী/শ্রেণী যাই বলিনা কেন) দূরত্বকে (তা সে যে সূচকেই দূরত্ব নির্ধারণ হোক না কেন) অতিক্রম সম্ভব। দক্ষতা, সততা, দৃষ্টিভঙ্গী–নৃবিজ্ঞানীর এই ব্যক্তিক পরিসরও বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছে। সর্বোপরি, প্রেক্ষিতগত কারণেই আজ আর এমন ভাববার কোনো অবকাশই নেই যে, জ্ঞান নিছক নিরীহ কোনো অনুসন্ধান; আজ খতিয়ে দেখা হয় জ্ঞানের আহরণ এর উদ্দেশ্য, অনুসন্ধানের প্রয়াস–ধরন ও প্রকৃতি এবং প্রাপ্ত ফলাফল, তথ্য ও তত্ত্বের পরবর্তী পরিণতি। তাই, প্রাসঙ্গিক ভাবেই বলা যায়, আজকের নৃবিজ্ঞানীকে এতো সমস্ত প্রশ্ন, অভিযোগ, আর ঔৎসুক্যের মাঝে বাস করেই সংস্কৃতি বর্ণনার কাজটি করতে হয়।

২. সংকটের সূচনালগ্ন ও সূচনা লগ্নের সংকট

এই শতকের গোড়ার দিকে যখন অংশগ্রহণকারী নিরীক্ষণ নৃবিজ্ঞানের গবেষণার অপ্রতিদ্বন্দ্বী পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত হয় তখন যাঁর নামটি এর সাথে অবিচ্ছেদ্য হয়ে জড়িয়ে ছিল, তিনি ব্রনিস্‌ল ম্যালিনস্কী। ম্যালিনস্কী দীর্ঘ মাঠগবেষণার অভিজ্ঞতায় স্থানীয়দের (native) ভাষা শেখার উপর জোর দেন, নিবিড় মাঠকর্মের কথা বলেন, নিজে এ কাজে প্রয়াসী হন। ট্রব্রিয়াণ্ড দ্বীপবাসীদের মাঝে খুঁজে পান চমকপ্রদ সব আচার অনুষ্ঠান, ভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠন; ম্যালিনস্কী সেসবের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দেন এথনোগ্রাফীর পাতা জুড়ে জুড়ে। পুরো বইটিতে যে এলাকায় তিনি অংশগ্রহণকারী নিরীক্ষণে নিবিড় মাঠকর্মটি সাধন করলেন, সে এলাকার, এলাকাবাসীদের জীবনচিত্রের ইতিবাচক পরিস্ফুটনই ঘটান।

কিন্তু বিপত্তিটি তখনই বাঁধে, যখন অভিযোগ ওঠে যে, ব্যক্তিগত দিনপঞ্জীর বিবরণে ম্যালিনস্কী ভিন্ন সুরে কথা বলছেন ঐ একই বিষয়ে; savage, primitive, naked এই নেতিবাচক শব্দগুলো হরহামেশাই ম্যালিনস্কী ব্যবহার করেন ট্রব্রিয়াণ্ডবাসীদের সম্পর্কে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এক্ষেত্রে সংকট একটি নয় একাধিক; প্রথমতঃ সংকট পঠন-পাঠনে, পাঠক সমাজটির কোন ধরনের চিত্রকে সত্য বা হুবহু সঠিক বা নিখুঁত গণ্য করবেন সেইটি; পাঠকের জন্য বিভ্রান্তিকর এই পরিস্থিতি আখেরে জ্ঞান চর্চ্চাকেও সংকটাপন্ন করে। সংকট দ্বিতীয়তঃ তৈরি হয় দৃষ্টিভঙ্গীগত

দিক হতে, নিছক ব্যক্তি ম্যালিনস্কীই এই savage, naked, primitive বলার দৃষ্টিভঙ্গীটি ধারণ করেন নাকি এর পেছনে রয়েছে তার বেড়ে ওঠার বাস্তব রাজনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষিত ও প্রক্রিয়া। তৃতীয়তঃ সংকটের রয়েছে ব্যক্তিক, নৈতিক পরিসর; বিষয়টি স্রেফ এই যে, দু'জায়গায় দু'রকম বলাটা আদৌ কতটা সততা, নৈতিকতার পরিচায়ক? আবার সংকটের শিকার কি ম্যালিনস্কী নিজেই হননি? গবেষক বলে তো ভাষাকে নৈর্ব্যক্তিক করে তোলার কোনো সুযোগ আর তার ছিলনা; কি বলতে পারতেন তিনি বস্ত্রহীনকে naked কিংবা আদিমকে primitive না বলে? এই সংকট তো কম বেশি আজকের গবেষকের জন্যও সত্য।

তবে নিজে যতটা সংকেটের শিকার হয়েছিলেন কিংবা নিজেকে যতটা সংকটাপন্ন দেখতে পেয়েছিলেন তার চাইতে বেশি নিজে সংকটের জন্ম দিয়েছিলেন ম্যালিনস্কী; তাঁর আত্মবিশ্বাসী গবেষকের অবস্থানে থেকে বারবার নৃবিজ্ঞানের চর্চ্চাকেই প্রশ্ন জর্জরিত হবার পথ তৈরি করেছেন, সংকটাপন্ন করেছেন স্ববিরোধিতার উদাহরণ রেখে বার বার। যতটা অসহায় কণ্ঠে তিনি নীচের কথাগুলো বলেন, পদ্ধতির আলোচনায় কি তার লেশমাত্র ছাপ ছিলো?

Imagine yourself suddenly set down surrounded by your gear, alone on a tropical beach close to a native village while the launch or dinghy which has brought you sails away out of sight. -Malinowski : 1961 : 4

এটুকু পড়ে তাৎক্ষণিক ভাবেই প্রশ্নজাগে যে, গবেষক এর পর কি করে তার এই ব্যক্তিক নিঃসঙ্গতার অনুভূতি ঝেড়ে ফেলে হঠাৎ আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন, অংশগ্রহণে স্বচ্ছন্দবোধ করেন অতি সহজে? চাইলেই কি অপরিচিত কোনো জনগোষ্ঠীতে সাবলীল অংশগ্রহণ সত্যিই সহজ, সম্ভব? এ বিষয়ের আলোচনায় আবার ফেরা যাবে, তার আগে সমস্যার অন্য একটি দিকে আলোকপাত করা যাক।

৩. সংকটাপন্ন সত্য ও সত্যানুসন্ধান

'সামোয়া'-তে সময়ের পদধ্বনি শোনেন মার্গারেট মীড প্রথমে এবং পরবর্তীতে ডেরেক ফ্রিম্যান। নৃবিজ্ঞানে মীড-ফ্রিম্যান বিতর্কটি বহুলালোচিত। দু'টো বিপরীতধর্মী

সামোয়ান চালচিত্রকেই বিজ্ঞান সম্মত কাজ বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু কাজ দু'টো যারা করেন তারা উভয়েই পরস্পরের কাজকে ' নৈতিকতা তাড়িত প্রেতাত্মার' অবস্থান হতে করা কাজের মর্যাদা দেন।

মীড মাঠ গবেষণায় নিয়ন্ত্রিত 'পরীক্ষার' দাবী করেন; বয়ঃসন্ধিজনিত চাপের (সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শারিরীক, মানসিক) বিষয়টির সার্বজনীনতাকে বিপরীতধর্মী উদাহরণের মাধ্যমে গুণগতভাবে যাচাইয়ের উদ্যোগ নেন। তার কাজে আমেরিকান সমাজের জটিলতা, দ্বন্দ্বের জবাবে তুলে ধরা হয় উদারনৈতিক, বহুমাত্রিক প্রেক্ষাপট, যেখানে সমাজ, সংস্কৃতি শিশু মনের উপর বয়ঃসন্ধির ভারকে অনেকটাই হালকা করে দেয়। কিন্তু মীডের এই নিরীক্ষণ যা কিনা নিয়ন্ত্রিত সাংস্কৃতিক পরিসরে করা তাকে অনেকেই যতটা বিজ্ঞান, তার চাইতে বেশি রূপকথা হিসেবেই আজকাল গণ্য করেন।

ডেরেক ফ্রিম্যানের সমালোচনা ঐ এথনোগ্রাফীক কাজের যথাযথ সাহিত্য মাত্রাকে উপেক্ষা করে এবং বলা হয় যে, এক্ষেত্রে বিজ্ঞানমনস্কতার নিজস্ব ধারণা যা কিনা সমাজ–জীববিদ্যার সমসাময়িক বিকাশ দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলো তাই প্রয়োগ করা হয়েছে। ফ্রিম্যানের ধারণা অনুযায়ী সামোয়াবাসীদের ব্যাপারে মীড ছিলেন পুরোপুরি ভুল ধারণার অধিকারী। তাদেরকে মীড বিখ্যাত করে তোলেন তাদের অসাধারণ নমনীয়তার বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে। অথচ ফ্রিম্যান বলেন তারা ছিলো হিংস্র, উগ্র, সবধরনের গতানুগতিক মানবিক স্নায়ুচাপের অধীন। তার লেখার মূল আখ্যানভাগ জুড়ে ছিলো ঐতিহাসিক রেকর্ড এবং নিজ মাঠগবেষণা হতে প্রাপ্ত বিপরীত উদাহরণমালার বিন্যাস। তাঁর ১৭০ পৃষ্ঠার কাজে ফ্রিম্যান সামোয়ার বিকল্প পাঠে পাঠকের কাছে সাফল্যজনক ভাবে এ বিষয়টি তুলে ধরতে সমর্থ হলেছিলেন যে, মীড আমেরিকান সমাজের কাছে বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসেবে নৈতিক এই চিত্রটি নির্মাণ করেছিলেন। এদিকে কিন্তু সামোয়াবাসীদের উদ্বেগ আর হিংসাপরায়ণতার উদাহরণ জড়ো করতে গিয়ে ফ্রিম্যানের নিজের কাজেও রূপক কাঠামো তৈরি হতে থাকে; সামোয়ানদের অন্ধকার দিকের চাইতেও কিন্তু বেশি অন্ধকার তার কাজে প্রকাশ পেয়ে যায়।

একদিকে মার্গারেট মীডের আকর্ষণীয়, যৌনতার প্রশ্নে উদারনৈতিক, স্নিগ্ধ প্রশান্ত উপকূলীয় জগৎ; অন্যদিকে উদ্বেগ, কঠোর নিয়ন্ত্রণ আর সহিংস উন্মত্ততা ভরা ডেরেক

ফ্রিম্যানের সামোয়া-সংস্কৃতির পাঠক এ দু'য়ের কোন্‌টিকে সত্য বলে গ্রহণ করবেন? মীড বা ফ্রিম্যান কেউ কি মিথ্যে বলেছেন? যদি কারোর মাঝেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তথ্য পরিবেশনের প্রয়াস না থাকে তবে সেক্ষেত্রে দ্বিধাহীন ভাবেই বলা যায় যে, সত্য উদ্‌ঘাটনে, সংস্কৃতির অবিকল নির্মাণে নিশ্চয়ই দৃষ্টিভংগীগত বা পদ্ধতিগত কিংবা জ্ঞানতত্ত্বীয় সংশয় ও সংকট রয়েই গেছে। আজকের পাঠক এ থেকে কি করে পরিত্রাণ পাবে?

৪. 'অন্য'-র অনুসন্ধান, অংশগ্রহণ : দূরতৃষ্ণার্ত সন্ধানী

মীড কিংবা ম্যালিনস্কী সংশয়, বিভ্রান্তি আরো তৈরি করেন, তবে এক্ষেত্রে শুধু তারাই নন, আরো অনেকে রয়েছেন এ কাজে। ম্যালিনস্কী তাঁর গবেষণা এলাকায় এক কাংখিত সমাজের ছবি খুঁজে পান ঝঞ্ঝা বিক্ষুদ্ধ ইউরোপের বিপরীতে। মীড সামোয়াবাসীদের মাঝে বয়ঃসন্ধিকালের যে নির্ভার স্নায়ুচাপমুক্ত ছবি খুঁজে পান, তা ছিলো আমেরিকার জন্য বাস্তব উদাহরণ, যেখানে অপরাপর তথাকথিত সভ্যসমাজের মতোই বয়ঃসন্ধিকে ঘিরে তৈরি হয় মানসিক সংকট (যার মূল সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষিতের সাথে যুক্ত)। এই স্বপ্নের, আকাংখার সমাজ ও সংস্কৃতির ছবি আঁকবার যে প্রয়াস প্রবণতা, তারই সমালোচনা করেন মার্ক অজি; তিনি বলেন নৃবিজ্ঞানীরা আধুনিক, নাগরিক দ্বন্দ্ব সংঘাত হতে, জটিলতা হতে পালাতে চেয়েছেন রোমান্টিকতার মাঝে। যা তারা নিজ সমাজে খুঁজে পাচ্ছেন না অথচ কিনা যা তাদের কাম্য তাই তারা খুঁজছেন 'অন্য' সমাজের গবেষণায় গিয়ে; সেকারণেই নৃবিজ্ঞানী নির্মিত অতীত সমাজ আর বাস্তব অতীত সমাজ-এ দু'য়ের পার্থক্য থেকেই যায়। কাম্য সমাজচিত্র খোঁজার প্রয়াস নৃবিজ্ঞানীকে দূরপ্রবণ করে, দূরতৃষ্ণায় তৃষ্ণার্ত করে, যা পাশপাশি আরও কিছু সমস্যা তৈরি করে। প্যারিসের কিংবা নিউইয়র্কের কিংবা লণ্ডনের পথের পাশের কৃষ্ণাঙ্গটির দারিদ্র্যের অনুসন্ধানের চাইতে নৃবিজ্ঞানীর কাছে জরুরী হয়ে ও ওঠে নিজ শহর (তা সে প্যারিস, নিউইয়র্ক, লণ্ডন, যাই হোক না কেন) ছেড়ে অন্য সমাজে, অন্যদেশে, অন্যশহরে গিয়ে কৃষ্ণাঙ্গের কিংবা তার দারিদ্র্যের অনুসন্ধান। শুধু তাই-ই নয়, অন্য সমাজে কাজ করতে গিয়ে সেখানকার প্রেক্ষিতে অতিতুচ্ছ জিনিসকেও হয়তো নৃবিজ্ঞানী বড় করে দেখছেন–তার নিজ সমাজে সেটি নেই বলে–তাতে 'অখণ্ড' সত্য কিংবা 'অবিকল' সত্য নির্মাণ কি ক্রমশঃ

দূরূহ হয়ে পড়ছেনা? আবার যে স্বপ্নের সমাজ-সংস্কৃতির ছবি মীড বা ম্যালিনস্কী বা তাদের সতীর্থরা আঁকেন সেই স্বপ্নের সমাজ-সংস্কৃতির বাসিন্দা হয়ে কিন্তু তাঁরা কেউ গবেষণা এলাকায় থেকে যাননি। ফিরে এসেছেন অশান্ত, উদ্বেগপূর্ণ ইউরোপ কিংবা আমেরিকায়। এসবই তাদের বর্ণনা সম্পর্কে সংশয় তৈরি করে, সন্দিহান করে পাঠককে।

৫. অনতিক্রম্য দূরত্বের সংকট

স্মাদার লেভি একজন নৃবিজ্ঞানী; প্রাসঙ্গিক কারণেই উল্লেখ করতে হয় তিনি ছিলেন ইহুদী বংশোদ্ভূত আমেরিকান। লেভি ইসরাইল অধিকৃত ভূখণ্ডে মেজেনীয় আরবদের মাঝে কাজ করেন মধ্য সত্তর দশক হতে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, আদৌ নৃবিজ্ঞানীর পক্ষে কতটা অংশগ্রহণ সম্ভব? তিনি নিজে আরবদের মাঝে থেকেছেন, তাদের ভাষা আচার প্রথা রপ্ত করেছেন, গোত্রভুক্ত হয়েছেন, তারপরেও কি দূরত্ব রয়েই যায়নি? লেভি নিজে ছিলেন একজন মহিলা কিন্তু তার অংশগ্রহণের পরিধি মেজেনীয়দের নারী-পুরুষ উভয় মহলেই বিস্তৃত ছিলো। নিছক তার পোশাক-আশাকই (ট্রাউজার-টিশার্ট) নিশ্চয়ই তাকে এই বিস্তৃতি দেয়নি; এর পেছনে কি মেজেনীয়দের মাথায় এই বোধও কাজ করেনি যে, লেভির জ্ঞানের পরিধি মেজেনীয় পুরুষদের চাইতে কোনো অংশেই কম নয়?

লেভি ইহুদী বলে সেই সূত্রেই কেবল তেলআবিবে তার বাসায় মেজেনীয়রা আসতে পারলো, তা না হলে ঐ শহরে আসাটা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। লেভিকে বিমান বন্দরে বিদায় জানাতে আসেন তার পাতানো মেজেনীয় ভাইটি–নেহাত আরব বলেই ইসরাইলী সৈন্যদের বেষ্টনী পার হতে সে পারে না–দূর থেকে দু'জনেই অশ্রু সজল হয়ে বিদায় পর্ব সমাধা করেন। তাদের এই দূরত্ব কি একজন আবর ও একজন ইহুদীর আশৈশব শত্রুজ্ঞানে মেনে চলা দূরত্ব নয়? এই দূরত্ব কি গবেষক এবং গবেষণা জনগোষ্ঠীর অনতিক্রম্য দূরত্বেরই রূপক নয়? দূরত্বের বিষয়টিকে যদি একেবারেই নিরীহ করেও দেখতে চাই, সেক্ষেত্রেও কি সম্ভব গবেষকের পক্ষে নিজ সমাজের মূল্যবোধ ঝেড়ে ফেলা, অথবা–তার মাপকাঠিতে অন্যকে না দেখা, কিংবা নিজের বিশ্বাসকেই কেবল সঠিক, অভ্রান্ত, শ্রেষ্ঠ বলে মনে না করা? যতই দিন এগোচ্ছে, প্রশ্নগুলো ততই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

আর তাই, এই শতকের শুরুতে একজন ম্যালিনস্কীর পক্ষে যতো সহজে অংশগ্রহণের কথা বলা সম্ভব ছিলো শতকের শেষার্দ্ধে এসে একজন স্মাদারের পক্ষে বিষয়টি আদৌ তত সহজ থাকে না। আজকের নৃবিজ্ঞানী অন্য সমাজে কাজ করতে গিয়ে দূরত্বের অনতিক্রম্যতা, গবেষক ও গবেষণা জনগোষ্ঠীর অবস্থানগত অসমতা এসবকে মেনে নি বাধ্য হন। মনে হতেই পারে, এই অনতিক্রম্যতা কিংবা অসমতার প্রশ্ন যারা এ যাবৎ তোলেননি তারা কি নিছক অনবধানতা বশতঃই বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন নাকি এটি সচেতনভাবেই করা? দূরতৃষ্ণার যে ব্যাখ্যা অজি দেন তার পাশাপাশি কি অন্য কোনো ব্যাখ্যাও দেয়া যায় না? আজকের তৃতীয় বিশ্বে বসবাস করে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি একজন ইউরোপীয় কিংবা আমেরিকান নৃবিজ্ঞানীর পক্ষে বাংলাদেশে কাজ করা যতো সহজ ততোই কঠিন একজন বাঙ্গালীর পক্ষে ইউরোপ কিংবা আমেরিকায় কাজ করা। বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষিতগত অসম অবস্থান এভাবেই কি গবেষণাকে, সংস্কৃতির বর্ণনাকে প্রভাবিত করে না? আবার অংশগ্রহণ করে আমি 'অন্য'র যা কিছু দেখছি তা লিখে সেই 'অন্য'র ব্যক্তিগত জীবনকে কি অবমাননা করছিনা? অথবা বাস্তবিকই তার জন্য হুমকি তৈরি করছিনা? সেক্ষেত্রে এই অংশগ্রহণ কতটা নির্দোষ, নৈতিক থাকছে?

৬. জ্ঞানের সংকট ঃ উদ্দেশ্যপ্রবণতা, পক্ষপাত

উপরের প্রশ্নগুলোর সূত্র ধরেই বলা যায় জ্ঞান এখন আর নিছক নিরীহ কিছু তথ্য ও তত্ত্ব নয়; আজকের পৃথিবীতে জ্ঞান চর্চ্চার উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত থাকছে রাজনীতি, চর্চ্চার প্রক্রিয়াতে থাকছে রাজনীতি এবং অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগেও থাকছে রাজনীতি। বৃটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানের বিকাশ পর্যায়ে উপনিবেশবাদের সাথে তার যে সম্পর্ক ছিলো আজকে নৃবিজ্ঞান ও বিশ্ব রাজনীতির আগ্রাসী (কিংবা নমনীয় করে বললে অগ্রসর) শক্তির সম্পর্কটা ততটা সহজদৃশ্য নয়। উপনিবেশবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যক্ষরূপে বিশ্ব রাজনীতিতে বিরাজমান নয় এখন আর কিন্তু আধিপত্যবাদ এবং নিয়ন্ত্রণ আগের চেয়ে কিছু কম জোরদার নয়। ফলে প্রয়োগ পর্যায়ে এসে নৃবিজ্ঞানী কি বিষয় নিয়ে কাজ করবেন তার পেছনে যত না থাকে তার জ্ঞানতৃষ্ণা, তার চাইতে বেশি থাকে যার বা যাদের হয়ে তিনি কাজ করবেন তাদের বা তার আগ্রহ (উদাহরণ হিসেবে বলা যায় দাতা সংস্থা, আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা, এন. জি. ও গুলোর

গবেষণা আগ্রহ ও বিতর্কিত ভূমিকার কথা)। আগ্রহের সাথে যুক্ত য়ে ' বৈজ্ঞানিক' হিসেবে দাঁড় করানোর, অভীষ্ট অর্জনকে সহজ করে তোলা; এতে সত্যিকারের নৃবিজ্ঞানের প্রয়াস থাক বা না থাক তার 'flvour' টি থাকা চাই-ই চাই।

আবার, 'অন্য' হয়ে কাজ করতে যাওয়ার যে দূরত্ব সে দূরত্ব আরো স্পষ্ট হয় তার বাস্তব রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত যুক্ততার কারণে। গবেষক প্রেক্ষিতগত কারণে যখন গবেষণা জনগোষ্ঠীর চাইতে উচ্চতর অবস্থানে নিজেকে দেখেন তখন সেই অবস্থানকে, ক্ষমতাকে খাটিয়ে তারপক্ষে ঐ জনগোষ্ঠীতে বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়া খুবই সম্ভব (যা সম্ভব নয় সমান বা উচ্চতর গবেষণা জনগোষ্ঠীতে কাজে নামলে)। কিন্তু আদৌ যা সম্ভব নয়, তা হচ্ছে দূরত্বকে সরিয়ে পূর্ণ বিশ্বস্ততা অর্জন। এই পরিস্থিতিতে কাজ করে চলে আসবার পরে নৃবিজ্ঞানী যখন তার লেখা তৈরী করেন, তখন সেই লেখা সঙ্গত কারণেই হয়ে ওঠে এক পাক্ষিক এবং তা থেকে সত্যে উপনীত হওয়া আদৌ সহজ সাধ্য থাকে না। অন্যদিকে তথ্য, উপাত্ত যা নৃবিজ্ঞানী সংগ্রহ করেন তার সবটাই যে তিনি কাজে লাগান তাতো নয়, কিছু তিনি বাদও দেন; এই গ্রহণ বর্জনেও থাকে উদ্দেশ্য, সচেতন, অবচেতন পক্ষপাত।

কাজের প্রক্রিয়াতে নৃবিজ্ঞানী যখন গবেষণা জনগোষ্ঠীর মাঝে অংশগ্রহণ করেন তখন সেখানেও কিছু ঘটনা ঘটে বা ঘটতে পারে যার উপর গবেষকের কোনো নিয়ন্ত্রণই থাকে না। হয়তো তা আগে থেকেই ঘটে আসছে, গবেষক থাকলেও তা ঘটবে না থাকলেও ঘটবে। কিন্তু নৃবিজ্ঞানীর উপস্থিতিতে তা ঘটলে অংশগ্রহণে নৃবিজ্ঞানী নিরপেক্ষ, নিরাসক্ত থাকতে পারেননা, ঘটনার কোনো না কোনো পক্ষকে তার বেছে নিতেই হয়, ফলে আবার সামনে এসে দাঁড়ায় পক্ষপাত, সামনে আসে রাজনীতি।

তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক বলে কেবল যে তথাকথিত 'উন্নত' বিশ্বে আমার জন্য কাজে নামা প্রায় অসম্ভব তাই-ই নয়, অন্যের সংস্কৃতির বর্ণনা তো দূরেই রইলো আমার নিজের সংস্কৃতি বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণেও আমার নয় অন্যের মতকেই বড় করে দেখা হয়। তখন আমার ক্ষমতাকে খাটো করে দেখার মধ্যদিয়ে রাজনীতি, অর্থনীতির সূত্র ধরে জ্ঞানের জগতেও কি কেন্দ্র-প্রত্যন্তের দ্বিবিধ অবস্থান মূর্ত হয়ে ওঠে না?

এসব কিছুর বাইরেও নৃবিজ্ঞানীটি যে বাস্তবতার দায়কে কোনোভাবেই এড়াতে পারেন না, তা হচ্ছে তার কাজের ফলাফলকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের বাস্তবতা। সৃমাদার লেভি নিছক সত্যের খাতিরে যে তথ্য এবং উপাত্ত মেলে ধরছেন তার লেখায় তা হয়তো আর নিছক নিরীহ তথ্য, উপাত্ত থাকছে না–তা হয়ে উঠছে হাতিয়ার–শাসন এবং আধিপত্যের, শোষণ এবং নিয়ন্ত্রণের। ইহুদীরা যেসব গোপন তথ্য আরবদের সম্পর্কে জানতে চায় তার অনেক কিছুই তারা হয়তো পেয়ে যাবে সৃমাদারের লেখায়; এতে কি সৃমাদার ঐ আরবদের স্বার্থপরের মতো হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েই নিজের বৈষয়িক অর্জন আর খ্যাতি প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করলেন না? প্রশ্নগুলো সৃমাদার বা আজকের নৃবিজ্ঞানী নিজেকেই করছেন অহরহ, অথচ তিনি এও জানেন যে জ্ঞানের স্বার্থে তথ্য বা উপাত্তের ঐ প্রকাশ ও বিন্যাস নিতান্তই অনিবার্য।

৭. সত্যানুসন্ধানীর ব্যক্তিক সংকট ও তার প্রভাব

নৈতিকতার বিষয়টি সমষ্টির স্বার্থের প্রশ্নে যতটা বড় করে দেখা হয় বা দেখা যায় একান্ত ব্যক্তিক পরিসরে এসে সেটি তেমন দৃশ্যমান না থাকলেও এতটুকু কম জরুরী বিষয় তা আদৌ নয়। লেভি যখন মেজেনীয়দের নারী-পুরুষ উভয় বৃত্তেই অংশ নেন তখন তিনি নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ ছিলেন এক বৃত্তের গোপনীয়তাকে অন্য বৃত্তে প্রকাশ না করার ব্যাপারে এবং সে দায়টি তিনি বহন করেন গবেষণা এলাকায় বসবাসকালীন সময় পর্যন্ত। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি যখন ফিরে এসে সংস্কৃতির বর্ণনা দিতে শুরু করেন তখন আর এই গোপনীয়তা তিনি রক্ষা করেননি; দায় অনুভব সত্ত্বেও কাজের স্বার্থেই তিনি অনৈতিক (!) হয়ে ওঠেন।

অন্যের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং বিশ্বস্ততার পাশাপাশি নৃবিজ্ঞানীর সবচে বড় দায় সম্ভবতঃ থাকা উচিৎ নিজের প্রতি বিশ্বস্ত থাকাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু যদি কেউ কখনো তা ভঙ্গ করেন?

১৯৮২ সালে ফ্লোরিণ্ডা ডোনার এর লেখা "Shabono : A True Adventure in The Remote and Magical Heart of the South American Jungle"–বইটি প্রকাশিত হয়। বইটি নৃবিজ্ঞানের গ্রাজুয়েট ছাত্র হিসেবে ভেনিজুয়েলায়করা ডোনারের একটি মাঠ গবেষণার ব্যক্তিগত বিবরণ, যেখানে তার অভিজ্ঞতা বর্ণিত

হয়েছে। প্রকাশের পরে বইটি যথেষ্ট সাফল্য পায়; নৃবিজ্ঞান, এমনকি তার বাইরের মহলেও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করে। এমন একটি বইকে ঘিরে বিতর্ক শুরু হয় যখন ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের "American Anthropologist" জার্ণালে রেবেকা. বি. ডিহোমস সরাসরি ডোনারের বিরুদ্ধে জলিয়াতির অভিযোগ আনেন। সন্দেহ পোষণ করেন আদৌ ডোনার গবেষণা জনপদে কোনো সময়ের জন্যই ছিলেন কিনা–এ বিষয়ে। অভিযোগকারী জানান যে, সাংস্কৃতিক উপাত্তগুলো কৌশলে ধার করা অন্যান্য উৎস হতে এবং সাজানো। ডিহোমসের অভিযোগের সবচাইতে নজর কাড়া তথ্যটি ছিলো–ডোনার যে বইটি হতে উপাত্ত গ্রহণ করেন, সেটিও সাম্প্রতিক কালের সাড়া জাগানো একটি বই যা ইতালীয় ভাষায় ১৯৬৫ তে, ইংরেজীতে ১৯৬৯ এ প্রকাশ পায়। একজন ব্রাজিলীয়র জীবন ইতিহাস ছিল সেটি, যে কিনা শৈশব হতে বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত Yanomamo-দের একটি দলের সাথে ছিলো। উল্লেখ্য যে, ডোনারের কাজটিও ছিলো এই Yanomamo-দের উপরেই। অভিযোগের স্বপক্ষে ডিহোমস দু'টো বই হতে বেশ কিছু অংশ উদ্ধৃত করেন-একই ঘটনা একই বা একই রকম সময় কালের সমান্তরাল বর্ণনার কথা বলেন।

ঘটনাটি ছিলো রীতিমত ভীতিপ্রদ; লক্ষণীয় বিষয় ছিলো যে, অভিযোগের মূল বিষয়ে বইটির তথ্য ও তত্ত্বগত ফাঁক ধরা যায়নি বললেই চলে। ডিহোমাস ৩০০ পৃষ্ঠার বইটিতে মাত্র একটি এথনোগ্রাফীক ত্রুটি চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, অভিযোগ উত্থাপনের আগে অনেক নৃবিজ্ঞানীই বইটি পড়ে ছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন; অথচ শক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ধারণা করা হচ্ছে, ডোনার মাঠগবেষণায় না গিয়ে বিশ্বাস যোগ্যভাবে মাঠগবেষণার বর্ণনা দিয়ে নৃবিজ্ঞানের সত্যনিষ্ঠতাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন।

ব্যক্তিক এই নীতিহীনতার বিষয়টি আদৌ এক্ষেত্রে আর ব্যক্তিক রইলো না; ডোনার সংস্কৃতি রচনায় জালিয়াতি করেছেন–এই অভিযোগের সাথে সাথে আরও কিছু আশংকাও সংস্কৃতির পাঠকের মনে সৃষ্টি হয়। এথনোগ্রাফীক কতৃত্ব, বিজ্ঞানমনস্কতা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অভিব্যক্তির মৌলিকত্ব–সবগুলো ক্ষেত্রে সুনিপুণ জালিয়াতি করে নৃবিজ্ঞানের এযাবৎকালের জ্ঞানতত্ত্বীয় ও পদ্ধতিগত অর্জনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছেন ফ্লোরিণ্ডা ডোনার। প্রমাণ করেছেন স্রেফ বুদ্ধি খাটিয়ে

অন্যের কাছ হতে ধার করেই ঘরে বসেও বাহবা পাওয়ার মতো কাজ করা যায়, পাঠককেও বিভ্রান্ত করা যায়।

৮. সংকটময় প্রেক্ষিতে নৃবিজ্ঞানী কি করতে পারেন?

বিবিধ এই সংকট, সংশয় আর বিভ্রান্তির পরিসরে সংস্কৃতির পাঠকই কি করবেন আর কি-ই বা করতে পারেন স্বয়ং সংস্কৃতি বর্ণনাকারী নৃবিজ্ঞানী? নৃবিজ্ঞানীর পক্ষে কি আদৌ সম্ভব পদ্ধতির মধ্য দিয়ে, লেখার মধ্য দিয়ে তার সত্যনিষ্ঠতার প্রমাণ দেয়া? পাঠকই বা কি করে বুঝবেন তিনি বর্ণনার মধ্যে দিয়ে সত্যিকারের বাস্তবের সংস্কৃতিটিতে পৌছুতে পারছেন কিনা? একই বাস্তবতাকে দু'জন দেখে এসে যার যার মতো সত্য তৈরী করলে সেক্ষেত্রেই বা পাঠকের কি করণীয়? নাকি 'সত্য' বলেই কিছু থাকছেনা 'ধ্রুব' হয়ে নৃবিজ্ঞানের গবেষক-পাঠকের কাছে, সত্যের বদল ঘটছে বারংবার দৃষ্টিভংগীর সাথে সাথে?

অন্যদিকে এ বিষয়গুলোও আজ শতকের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে নৃবিজ্ঞানী মেনে নেন যে অংশগ্রহণকারী নিরীক্ষণ পদ্ধতি হিসেবে বিতর্কের উর্দ্ধে নয় আদৌ। কাজের ক্ষেত্রে দূরত্ব অনতিক্রম্য-সে দূরত্ব গবেষকের ব্যক্তিক গুণাবলীর সাথে যেমনি জড়িত, তেমনি জড়িত তার আর্থ-রাজনৈতিক সামাজিক প্রেক্ষিতের সাথে যা প্রায়শই ইদানীং বৈশ্বিক পরিসরের সাথেও যুক্ত হয়ে পড়ে। আর তাই গবেষকের সাথে গবেষণা জনগোষ্ঠীর সম্পর্কটি সমতার হয়না, গবেষকের পক্ষেও তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' থাকা হয়ে ওঠে না। এই শতকের শুরুতে ম্যালিনস্কী অংশগ্রহণকারী নিরীক্ষণ নিয়ে গর্ববোধ করতে পারতেন, নিরপেক্ষতার কথা বলতেন নির্দ্বিধায়; সময়ের পথ পরিক্রমায় আজ লেভিরা সেভাবে বলেন না বরং সীমাবদ্ধতাগুলোকে স্বীকারই করে নেন। কিন্তু তাতে কি সমস্যা দূরীভূত হয়? হয় না তো আদৌ, সংস্কৃতির বর্ণনার পরতে পরতে সংশয়, সংকটগুলো রয়েই যায়।

জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া, প্রয়োগ প্রতি ক্ষেত্রেই রাজনীতি মুক্ত, এই বাস্তবতা নৃবিজ্ঞানী দু'হাতে সরিয়ে দিতে পারেন না; কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো অনিচ্ছায়, সচেতন/অবচেতন সম্মতিতে নৃবিজ্ঞানীকে এই পরিসরেই কাজ করতে হয়। প্রশ্ন উঠতেই পারে জ্ঞান চর্চা কি তবে বন্ধ হয়ে যাবে? তার গবেষণা লব্ধ ফলাফল মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয় বলে কি নৃবিজ্ঞানী গবেষণা করা ছেড়ে দেবেন? অথবা

গবেষণার ফলাফল লুকিয়ে রাখবেন লোকচক্ষুর অন্তরালে? প্রশ্ন উঠতেই পারে বিশ্ব আর্থ-রাজনীতির প্রান্তে যারা তারা কি করে অন্তত: জ্ঞানের জগতের প্রান্তিকতা হতে মুক্ত হবেন? অথবা সংস্কৃতি বর্ণনায় নৃবিজ্ঞানী এবং গবেষণা জনগোষ্ঠীর আর্থ–রাজনৈতিক অবস্থানকে কি করে বিবেচনার উর্দ্ধে নেয়া যাবে?

এ প্রশ্নগুলোর কোনোটিই বোধ করি মীমাংসীত নয়। জ্ঞান, তত্ত্ব আর পদ্ধতির সূত্রে নৃবিজ্ঞান কিংবা ব্যাপক অর্থে বললে সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় (যেখানে ধ্রুব বলে কিছু নেই) কখনোই সততা, নিষ্ঠা আর নৈতিকার প্রমাণ দাঁড় করানো যায় না। নৃবিজ্ঞানী কেবল যা পারেন তা হচ্ছে এ বিষয়গুলোতে নিজের কাছে দায়বদ্ধ থেকে নিজের কাছেই নিজের সততা, নিষ্ঠা, নৈতিকতার পরীক্ষা দিতে পারেন; তাতে সংস্কৃতি বর্ণনায় বাস্তবতার অপরাপর সংকটগুলো দূর না হলেও সেগুলোর পরিসরে অন্ততঃ সচেতন থেকে তার পক্ষে কাজ করা সহজ সম্ভব হয়ে উঠবে। নৃবিজ্ঞানী খুঁজতে পারবেন সংস্কৃতি বর্ণনার জ্ঞানতত্ত্বীয়, পদ্ধতিগত বিভ্রান্তি, সংশয়, সংকট হতে পরিত্রাণের পথ, সীমাবদ্ধতাকে মুক্ত করার পথ।

সহায়িকা

* 1. Mary Louise Pratt : Field work in Common Places

* 2. James Clifford : On Ethnograplic Allegory

3. Marc Auqe : The Anthropological Circle

4. Smadar Lavie : The Poetics & Politics of Military Occupation.

* প্রবন্ধ দু'টো নেয়া হয়েছে যে বই হতে :

'Writing Culture' Edited by James Clifford and George E. Marcus, University of California Press, '86.